কালের কণ্ঠ

তারিখ 20 APR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

'সস্তা' পার্টটাইমে আগ্রহ নেই ঢাবি শিক্ষার্থীদের

রফিকুল ইসলাম ▶

মাসে ৩০ ঘণ্টা কাজ, পারিশ্রমিক মাত্র ৫০০ টাকা। ২০০১ সাল থেকে এমন পার্ট টাইম চাকরির পসরা সাজিয়ে বসে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের সহায়ক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এ ব্যবস্থা রেখেছে কর্তৃপক্ষ। গত এক যুগে সরকারি চাকরিজীবীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মচারীদেরও কয়েক দফা নতুন বেতন কাঠামো দেওয়া হয়েছে, ভাতা বেড়েছে কয়েক গুণ। কিন্তু গরিব ছাত্রদের পার্টটাইম কাজের পারিশ্রমিক ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তাই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ওই সস্তার চাকরিতে যাচ্ছেন না শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, বছর দশেক আগেও ৫০০ টাকায় হলের ক্যান্টিনের সস্তা খাবার কিনে ১৫ দিন চালিয়ে দিতে পারতেন তাঁরা। আর এখন ৫০০ টাকায় পাঁচ দিনের খাবার কেনাও সম্ভব হয় না। এ জন্য এ ধরনের কাজে ছাত্রদের আগ্রহ মিলছে না। সূত্র মতে, প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পার্টটাইম শিক্ষার্থী দরকার ২৫০ থেকে ৩০০ জনের মতো। অথচ আবেদন পড়ছে মাত্র ৯০ থেকে ১০০টি। তাঁদের বেশির ভাগই আবার প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। এ জন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে পার্টটাইম কাজে পারিশ্রমিক বাড়াতে মত দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

জানা গেছে, ২০০১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সিন্ডিকেট সভায় শিক্ষার্থীদের পার্টটাইম কাজের সম্মানী ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এরপর ২০০৯ সালে শিক্ষার্থীদের পারিশ্রমিক বাড়ানোর বিষয়ে ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৮

'সস্তা' পার্টটাইমে আগ্রহ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

আলোচনা হলেও একাডেমিক কমিটি তা না বাড়ানোর পক্ষে মত দেয়। তবে ২০১২ সালে বিভাগীয় ছাত্র-উপদেষ্টাদের মাসিক সম্মানী বাড়িয়ে এক হাজার টাকা করা হয়।

উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহে খণ্ডকালীন ও অবসরকালীন কর্মসংস্থানের বিষয়টি দেখাশোনা করে ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শ দপ্তর। বিভাগীয় ছাত্র-উপদেষ্টার মাধ্যমে পার্ট টাইম কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের প্রশাসনিক ভবনে নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের নাম নতুন ভলিউমে লেখা, লাইব্রেরিতে বই দেখাশোনা করা, বিভিন্ন বইয়ের তালিকা তৈরির কাজ দেওয়া হয়। এসব কাজের জন্য প্রতি শিক্ষার্থীকে মাসে ৩০ ঘণ্টা সময় দিতে হয়। ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শ দপ্তরের উপপরিচালক আশরাফুজ্জামান বলেন, 'মাসিক পারিশ্রমিক কম হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন থাকলেও পাওয়া যাচ্ছে না।' এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিভিন্ন আর্থিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে চলতে হয়। তাই শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা থাকলেও জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনা করে তাদের মাসিক সম্মানী বাড়ানো সম্ভব হয় না। যদিও এসব কাজে শিক্ষার্থীদের পারিশ্রমিক আরো বাড়ানো উচিত। এ ছাড়া বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানা ধরনের পার্ট টাইম কাজের সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আগ্রহ হারাচ্ছে। তবে আসন্ন অর্থবছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটে এই পারিশ্রমিক বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে।'